জোট সরকারের আমলে চাকরিচ্যুতরা আদালতের রায় পাওয়ার পরও হয়রানির শিকার

বিগত জোট সরকার আমলের শুরুর দিকে পর পর কয়েক দফায় প্রশাসন ক্যাডারের ৪৮ জন সিনিয়র কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া হয়। ১৯৭৪ সালের সরকারি কর্মচারী বাধ্যতামূলক অবসর আইনের ৯(২) ধারায় এ অবসর দেয়া হয়। বস্তুত এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জোট সরকার রাজনৈতিক আক্রোশ এবং হীন উদ্দেশ্যেই ওইসব কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করে। এ সকল অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মকর্তার অসময়ে চাকরিচ্যুতির ফলে প্রশাসনেও ব্যাপক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। চাকরিচ্যুত কর্মকর্তাদের মধ্যে ৪০ জন জোট সরকারের এই অন্যায় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুবিচার চেয়ে পৃথক পৃথকভাবে (২০০২ সালে) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করেন। কিন্তু তৎকালীন আইনমন্ত্রী বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে বিচার কাজে বাধা সৃষ্টি করে দায়ের করা মামলাগুলো নিষ্পত্তির কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখেন। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর মামলাগুলোর বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ইতিমধ্যে ২৫ জন কর্মকর্তা তাদের পক্ষে রায় পান। বাকি ১৫ জন কর্মকর্তার মামলা এখনো ট্রায়ালে আছে। আদালতের রায় পাওয়ার পরও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অযৌক্তিক হস্তক্ষেপ এবং সময়ক্ষেপণের কারণে চাকরিচ্যুত কর্মকর্তারা দীর্ঘদিন যাবৎ তাদের ন্যায্য পাওনা হতে বঞ্চিত হচ্ছেন। বর্তমানে এসব কর্মকর্তার বেশ কয়েকজন আর্থিক সংকটের কারণে মানবেতর জীবন-যাপন করছেন।

চাকরিচ্যুত যুগ্মসচিব হাতেম আলী খান'র মামলার রায়

মো. হাতেম আলী খান, যুগ্মসচিব (আইডি নম্বর-১৩০৯) জোট সরকার আমলে চাকরিচ্যুত হন। প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে দায়ের করা মামলায় তিনি জোট সরকার আমলেই (২০০৩ সালে) রায় পান। কিন্তু এ রায় সরকারের বিপক্ষে যাওয়ায় রায়দানকারী জজকে আক্রোশমূলক তাৎক্ষণিকভাবে ঢাকার প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল থেকে খুলনায় বদলি করা হয়। রায়দানকারী ওই জজকে বদলি করার কারণে অন্য জজরা অবশিষ্ট মামলার শুনানি করতে সাহসই পাননি। এ রায়ের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ আপিল করে। আপিলেও সরকার হারে। আদালতের রায় পাওয়ার পরও জোট সরকার আমলে হাতেম আলী খানকে প্রায় ৩ বছর পর্যন্ত হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। তখন আদালতের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করেনি সরকার। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও সংস্থাপন মন্ত্রণালয় যথাযথ দায়িত্ব পালন করেনি। আদালতের রায় অনুসারে ন্যায্য পাওনা পেতে বর্তমান সরকারের আমলেও তাকে গত দেড় বছর যাবৎ হয়রানির শিকার হতে হয়েছে।

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে অন্যান্য মামলার রায়

প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়েরকারী অন্যান্য কর্মকর্তারা তাদের মামলাগুলো জোট সরকারের অবৈধ হস্তক্ষেপে শুনানিই করতে পারেনি। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত মামলাসমূহের বিচার প্রক্রিয়া পুনরায় শুরু হয়। বিচারকগণ দীর্ঘ শুনানি ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে চাকরিচ্যুত কর্মকর্তাদের মামলাসমূহ নিষ্পত্তি করছেন। ইতিমধ্যে ২৫ জন কর্মকর্তা তাদের পক্ষে রায় পেয়েছে। ১৫ জন কর্মকর্তার মামলা এখনো ট্রায়ালে আছে। বিচারকরা মামলার রায়ে তদানীন্তন জোট সরকারের বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের আদেশগুলোকে অবৈধ ও আইনের দৃষ্টিতে অচল বলে ঘোষণা করেছেন। ওই রায়ে বাধ্যতামূলক অবসর কর্মকর্তাদের চাকরির পূর্ণ মেয়াদ পর্যন্ত সময়কে চাকরিকাল হিসেবে গণ্য করে বকেয়াসহ যাবতীয় আর্থিক পাওনা পরিশোধের জন্য সরকারের প্রতি নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

রায় কার্যকর করতে অযথা বিলম্ব

বর্তমান সংস্থাপন সচিব আদালতের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করে বিভিন্ন অজুহাতে বিষয়গুলো নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অহেতুক বিলম্ব ঘটাচ্ছেন। আপিল করার অজুহাত দেখিয়ে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় নথিসমূহ হাইকোর্টের সলিসিটর উইং-এ প্রেরণ করে। সলিসিটর উইং বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে নথিসমূহ নিষ্পত্তি করতে বিলম্ব করছে। যেসব মামলার রায় ঘোষিত হয়েছে সেসব মামলার আপিলের মেয়াদও ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। আইন মন্ত্রণালয় এদের পক্ষে মতামত দেয়ার পরও এসব কর্মকর্তাকে কষ্ট দেয়ার জন্য তাদের ন্যায্য পাওনা দিতে অযথা বিলম্ব করা হচ্ছে। রায় ঘোষিত হওয়ার প্রায় ১০/১১ মাস অতিবাহিত হলেও তারা এখনো কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। নথিসমূহ নিষ্পত্তির বিষয়ে তারা নানা কৌশল অবলম্বন করে সময়ক্ষেপণ করছে। সরকারি কাজের নিয়মানুযায়ী নির্দিষ্ট নথি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত থাকার নিয়ম থাকলেও এক্ষেত্রে সে নিয়ম ভঙ্গ করে দীর্ঘদিন পর্যন্ত নথিগুলোর বিষয়ে সুরাহার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না।

চাকরিচ্যুত কর্মকর্তাদের আবেদন

জোট সরকার আমলে চাকরিচ্যুতির কারণে উল্লেখিত কর্মকর্তারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। আর্থিক সংকটের কারণে তাদের পরিবারে

বর্তমান সংস্থাপন সচিব আদালতের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করে বিভিন্ন অজুহাতে বিষয়গুলো নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অহেতুক বিলম্ব ঘটাচ্ছেন। আপিল করার অজুহাত দেখিয়ে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় নথিসমূহ হাইকোর্টের সলিসিটর উইং-এ প্রেরণ করে। সলিসিটর উইং বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে নথিসমূহ নিষ্পত্তি করতে বিলম্ব করছে। যেসব মামলার রায় ঘোষিত হয়েছে সেসব মামলার আপিলের মেয়াদও ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। আইন মন্ত্রণালয় এদের পক্ষে মতামত দেয়ার পরও এসব কর্মকর্তাকে কষ্ট দেয়ার জন্য তাদের ন্যায্য পাওনা দিতে অযথা বিলম্ব করা হচ্ছে।

নেমে এসেছে দুর্ভোগ। ইতিমধ্যে বেশকিছু কর্মকর্তা টাকার অভাবে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করেছেন। অনেক কর্মকর্তা এবং তাদের পরিবারের সদস্যগণ নানা রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে বিনা চিকিৎসায় নিদারুণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করছেন। চাকরিচ্যুত কর্মকর্তারা সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও সলিসিটর উইং-এর অযথা সময়ক্ষেপণের বিষয়ে এর প্রতিকার চেয়ে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে একাধিকবার আবেদন করেছেন। প্রতিকার চেয়ে বর্তমান সেনাপ্রধান ও প্রধান উপদেষ্টা বরাবরও তারা আবেদন করেছেন। কিন্তু সংস্থাপন মন্ত্রণালয় অদ্যাবধি এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না।

জোট সরকার আমলে চাকরিচ্যুত পুলিশ কর্মকর্তাদের রায় কার্যকর

প্রশাসন ক্যাডারের পাশাপাশি বিগত জোট সরকার আমলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আদেশে বেশ ক'জন পুলিশ কর্মকর্তাকেও বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া হয়েছিল। প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের রায়ের প্রেক্ষিতে ওইসব পুলিশ কর্মকর্তাদের চাকরিতে পুনঃবহাল করে বিধি মোতাবেক অবসর প্রদানের সুনির্দিষ্ট তারিখ বিবেচনায় এনে পুরো পাওনা পরিশোধ করেছে ইতিমধ্যে সরকার। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এদের বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ায় অনেকেই আর্থিক বেনিফিট পায়, অনেকে পোস্টিং ও পদোন্নতিও লাভ করে। কিন্তু সংস্থাপন মন্ত্রণালয় বিশেষ করে বর্তমান সংস্থাপন সচিব প্রশাসন ক্যাডারের চাকরিচ্যুত কর্মকর্তাদের নথিসমূহ অযৌক্তিকভাবে আটকে রেখে নানাভাবে হয়রানি করছেন। চাকরিচ্যুত অনেক কর্মকর্তা অভিযোগ করে বলেছেন, বর্তমান সংস্থাপন সচিব ব্যক্তিগতভাবে তাদের নথিসমূহ নিষ্পত্তির বিষয়ে বাধা সৃষ্টি করছেন,

যাতে তারা আর্থিক সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হন।

চাকরিচ্যুত ৫ জন কর্মকর্তার রায় কার্যকর করা হচ্ছে না

মো. মাকসুদুল হক, যুগ্মসচিব (আইডি নং-২৬৩৮); মাহবুব-উল-আলম খান, যুগ্মসচিব (আইডি নং- ১৩৯০); মো. নুরুজ্জামান ভূঁইয়া, যুগ্মসচিব (আইডি নং-২২৯৩); রেজিনা আক্তার খানম, যুগ্ম সচিব (আইডি নং-১৪১১); শামসুল হক, যুগ্মসচিব (আইডি নং-১৪০১) এরা কোর্ট থেকে ১০/১১ মাস আগে তাদের পক্ষে রায় পান। তাদের মামলার রায়ের বিরুদ্ধে অদ্যাবধি আপিলও করা হয়নি। কিন্তু কোর্টের রায় অনুসারে তাদের পাওনা পরিশোধের ব্যাপারে কোন ব্যবস্থাও গ্রহণ করছে না। ফলে তারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এবং মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

যোগদানপত্র কার্যকর করা হচ্ছে না

চাকরিচ্যুত মো. নুরুজ্জামান ভূঁইয়া, যুগ্মসচিব (আইডি নং-২২৯৩) চাকরির বয়স থাকা অবস্থায় রায় পান। গত ৩১ ডিসেম্বর ২০০7 প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে তার পক্ষে রায় হয়। তার এলপিআর-এর তারিখ ছিল ১২ জানুয়ারি ২০০৮। রায় পাওয়ার সাথে সাথে তিনি সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেন। যোগদানপত্রে তিনি তার সিনিয়রিটি (জ্যেষ্ঠতা) রক্ষা করে পদোন্নতিও দাবি করেন। সিনিয়রিটি রক্ষা করে পদোন্নতি দেয়ার এরূপ পূর্ব নজির আছে বলেও তিনি তার যোগদানপত্রে উল্লেখ করেছেন। দীর্ঘ ৮/৯ মাস আগে তিনি পদোন্নতির কথা উল্লেখপূর্বক যোগদানপত্র দাখিল করলেও সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এখনো তার বিষয়টি সুরাহা করেনি। উল্লেখ্য, মো. নুরুজ্জামান ভূঁইয়ার ৮ বছর চাকরি থাকা অবস্থায় তাকে বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া হয়।

চাকরিচ্যুত কর্মকর্তাদের ন্যায্য পাওনা, পোস্টিং ও পদোন্নতি প্রদান

জোট সরকার আমলে চাকরিচ্যুত কর্মকর্তাদের অনেকেই চাকরি জীবনে মেধা, দক্ষতা ও সততার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। ওইসব কর্মকর্তার অধীনস্থ কর্মচারীদের মতানুসারে তাদের বিষয়ে মতামত সন্তোষজনক। কর্মচারীদের মতে, তাদের সততা, দক্ষতা ও দেশপ্রেম নিয়ে কোন প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু চাকরিচ্যুতির কারণে তারা বর্তমানে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। অনেকেই আর্থিক অনটনের কারণে মানবেতর জীবন-যাপন করছেন। আদালতের রায় মোতাবেক এদের জন্য সুপারনিউমারি পদ সৃষ্টি করে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে এদের পদোন্নতি দিয়ে যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হলে তারা মানসিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাবেন। তাছাড়া পারিবারিক ও সামাজিকভাবে সম্মানিত হবেন। আদালতের রায় মোতাবেক তাদের এই ন্যায্য দাবি প্রদানে সরকারের আপত্তি থাকার কথা নয়। আদালতের রায়ের পর যাদের চাকরির বয়স আছে তাদের পোস্টিং ও পদোন্নতি দিয়ে আদালতের রায়ের প্রতি সম্মান দেখানোই হবে সরকারের উত্তম সিদ্ধান্ত।

- বিশেষ প্রতিবেদক